ডাকি গো মা, তাই অন্তর মাঝে
ভক্তি-পুষ্প নিয়ে,
শত জনমের বেদনা ঘুচাও
চরণ-পরশ দিয়ে।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বঙ্গবাসী কলেজে আমি ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁহার অধ্যাপনায় কেমন একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। "কাব্যং রশত্মকং বাক্যম্"—সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই অনুজ্ঞাটি অনুসরণ করিয়া তিনি ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন তাহাতেও কাব্যরসেরই আস্বাদ পাওয়া যাইত। বাস্তবিক, ললিত বাবুর লেক্‌চারগুলি এমন সরস বোধ হইত যে অনেক সময়ে কবি ও কাব্যের কথা ভুলিয়া গিয়া ছাত্রগণ গুরুর ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দলাভ করিত। বিদেশী কবির মর্ম্ম গ্রহণ করা সেইজন্য সকল ছাত্রের পক্ষেই সহজ হইত।

ইংরাজি ব্যাখ্যা-পুস্তকে ইংরাজি প্যারালাল্ প্যাসেজ অনেক আছে, মাঝে মাঝে ল্যাটিন, হিব্রু ও গ্রীক্ কোটেশনও পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ছাত্রের যাহাতে বুঝিবার সুবিধা হয়, সেই উদ্দেশ্যে ললিত বাবু আবশ্যকমত সংস্কৃত বা বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য হইতে

সমার্থজ্ঞাপক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। ইংরাজি কাব্যের ভাব-বিশেষ সেইজন্য শ্রোতাদের মনে গাঁথিয়া যাইত। ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ললিত বাবুর ন্যায় আর একজন অধ্যাপকের নাম আমরা তাঁহার সমকালে শুনি নাই। বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মিঃ হুইলার কয়েকখানি ইংরাজি-কাব্যের ব্যাখ্যা পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ললিত বাবু এই ব্যাখ্যা পুস্তকগুলিতে হুইলার সাহেবের অনুরোধে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহু শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া বা মাতৃভাষা বাঙ্গালার মারফৎ বাঙ্গালী ছাত্রের ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য বুঝিবার যে সুবিধা হইতে পারে, একথা ললিত বাবু তাঁহার অধ্যাপক জীবনে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার এই অভিজ্ঞতা একটা থিওরির সামিল করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যথাপূর্ব্বম্ তথাপরম্ সাধারণতঃ যেভাবে ইংরাজি ভাষার সাহায্যে ইংরাজি কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে কলেজে কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় সেইভাবে যদি তিনি শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য তাঁহাকে মন্থন করিতে হইত না। বাস্তবিক, ললিত বাবুর অধ্যাপক-জীবনে আমরা পেশাদারীর মত কোনও কিছু দেখি নাই। বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি ইংরাজি-কাব্য শিক্ষার বাহনরূপে যে সময় হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন সে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পাঠ্য পুস্তকের তালিকায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কোনও পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত লিখিতে সাহসী হয় নাই।

ললিত বাবু ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যকে কেবল ইণ্ডিয়ানাইজ

করিবার চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ সেক্ষপীয়রের নাট্য-কাব্য সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ছাত্রের ন্যায় অধ্যায়ন করিয়া গিয়াছেন। ছাত্র-গণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য যে ভাবে প্রস্তুত হইতে হয় ললিত বাবু লেক্‌চার গৃহের বাহিরে অধ্যাপনার জন্য সেইভাবে প্রস্তুত হইতেন।

সেক্ষপীয়রের নাট্য-কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতায় উচ্চ অর্দ্ধের স্পেশালাইজেশনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোথায় কোন্ ইটালিয়ান্ সাহিত্য হইতে সেক্ষপীয়র প্লটের মূল আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ললিত বাবু ইটালিয়ান্-ভাষায় লিখিত সেই পুস্তকখানির মর্ম্ম গ্রহণের নিমিত্ত উক্ত ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইংরাজ-অধ্যাপকগণের লিখিত ব্যাখ্যা-পুস্তকের উপর তিনি নির্ভর করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেন না। সেইজন্য প্রেসীডেন্সী কলেজ প্রমুখ বড় বড় নামজাদা কলেজের কোনও কোনও অধ্যাপক ললিত বাবুর নিকট সেক্ষপীয়রের নাট্য কাব্যবিশেষের দুরূহ স্থানগুলির ব্যাখ্যা শুনিতে তাঁহার বাটীতে আসিতেন।

ললিতবাবুর অধ্যাপনায় যাহাকে মেক্যানিক্যাল্ টিচিং বলে তাহার নাম গন্ধও ছিল না। গ্রামোফোনের ন্যায় তিনি নোট্ বুকের লেখা আবৃত্তি করিতেন না। "ভারতের কালিদাস জগতের সেক্ষপীয়র"—এই প্রবচনের অন্তর্নিহিত ভাবটি ললিত বাবু উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। সেক্ষপীয়র যে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বযুগের কবি, তাহার কারণ মানব চরিত্র সম্বন্ধে সেক্ষপীয়রের অভিজ্ঞতার নাগাল পাইতে পারে এমন কবি পৃথিবীতে আর একজন জন্মগ্রহণ করেন নাই। মানব চরিত্র, বিশেষতঃ বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে ললিত বাবুর অভিজ্ঞতা যে খুব বেশী ছিল তাহার প্রমান তাঁহার লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের

সমালোচনায় আমরা পাই। সেই কারণে ললিতবাবু নিজেও যেমন সেক্সপীয়রের নাট্য কাব্যগুলি বুঝিতেন, অপরকেও তেমনি বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। বঙ্গদেশের অধ্যাপনাজগৎ সেইজন্য আজ দুইবৎসরকাল যাবৎ ললিতবাবুর অভাবে যথার্থই দরিদ্র হইয়াছে।

আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুশিষ্যের যে সম্বন্ধ তাহা অল্পকালস্থায়ী। পাশ করিবার পর ছাত্রেরা জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার জন্য যেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়—

সে বড় শকত ঠাঁই,
গুরু শিষ্যে দেখা নাই।

ললিতবাবু সম্বন্ধে এ কথা আদৌ খাটে নাই। গুরু শিষ্যের সম্পর্ক তিনি বজায় রাখিতে জানিতেন। ললিতবাবু কোনও কালে নন্-কো-অপারেটর শ্রেণীর গুরু ছিলেন না। নিজের কলেজের ছাত্রগণকে তিনি চিরকালই শিষ্যের ন্যায় মনে করিতেন ও শিষ্যেরাও সেইজন্য তাঁহাকে চিরকাল গুরুর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। আমি বঙ্গবাসী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিবার পরে তাঁহার উপদেশমত ইংরাজি সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছি ও তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ "বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনের" জন্য লিখিতাম। ললিতবাবু ছাত্রগণকে অকাতরে বিদ্যাদান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার ঋণ আমি কোনও কালে অল্প পরিমাণেও পরিশোধ করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার দুঃখের কারণ!

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র দাশ,
এম্-এ, বি-এল্
এড্‌ভোকেট্, হাইকোর্ট, কলিকাতা।